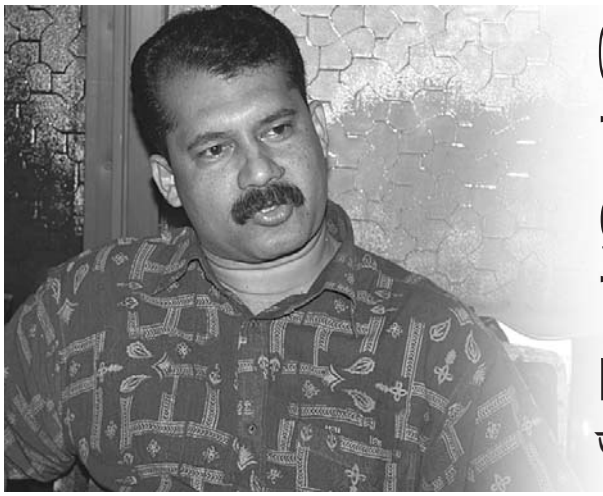

ÔRw½‡`i †gi“`Û AvcvZZ †f‡O †M‡Q| Avevi I gv_vPviv w`‡q DV‡e wK bv †mUv wbfi Ki‡Q †`‡ki mvgwMK ev¯eZvi Ici Õ

জহির উদ্দিন স্বপন এমপি

বাম রাজনীতির তুখোড় ছাত্রনেতা জহির উদ্দিন স্বপন বিএনপিতে যোগ দিয়ে রাতারাতি চলে এসেছেন সামনের কাতারে। বিএনপির ভবিষ্যৎ নেতা তারেক রহমানের বিশ্বাসভাজন হিসেবেও সর্বমহলে পরিচিত। দপ্তর সম্পাদকের পর তিনি এখন পালন করছেন দলের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদকের দায়িত্ব। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন... **বদরুল আলম নাবিল** ও **খোন্দকার তানভির জামিল**

সাপ্তাহিক ২০০০ : বাংলা ভাই এবং শায়খ রহমান গ্রেপ্তারের হল। অনেকে বলছেন বা মনে করা হচ্ছে, সরকার চাইলে এদের আরো আগে গ্রেপ্তার করতে পারতো। আপনার কী মনে হয়?

স্বপন : আসলে সরকার যে চায় এবং চেয়েছে সেটা কিন্তু ইতিমধ্যে প্রমাণিত। আর চাইলে আরো আগে গ্রেপ্তার করা যেত- এ কথাটা আপেক্ষিক।

২০০০ : বিরোধী দলগুলো বলছে, এটা একটা নাটক। আপনি কি মনে করেন?

স্বপন : আমি ব্যক্তিগতভাবে এ জাতীয় মন্তব্যকে খুব অর্বাচীনসুলভ মনে করি। সরকারের ধরতে পারাটাই এখানে মূল বিষয়। একটা দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের মুখে এই জিনিসগুলো আমি মনে করি অর্বাচীনসুলভ।

২০০০ : এই গ্রেপ্তারের ফলে আপনি কি মনে করেন, এদের যে নেটওয়ার্ক ছিল, সেটা ভেঙে গেছে?

স্বপন : আপাতত মেরুদন্ড ভেঙে গেছে। আবার এরা সংগঠিত হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে কি না, সেটা নির্ভর করে দেশের সামগ্রিক বাস্তবতার ওপর। ধর্মের নামে জঙ্গিবাদকে সমাজ থেকে মূলসহ উৎপাটন করা, সামাজিকভাবে একটা ঘৃণা তৈরি করা, ধর্মপ্রাণ মানুষের সঙ্গে এই জঙ্গি তৎপরতা, ধর্ম ব্যবহারের মনমানসিকতার পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য যে একটা সামাজিক আন্দোলন থাকা দরকার, সেটা কিন্তু খুব দুর্বল। যে কারণে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে কিন্তু এর রেশটা থেকে যেতেও পারে।

২০০০ : আপনি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করছেন, বাম রাজনীতিও করেছেন। আপনার অভিজ্ঞতা থেকে বলুন, বাংলাদেশে হঠাৎ করে যে ধর্মীয় জঙ্গিবাদের উত্থান হলো এর কারণ বা সামাজিক বাস্তবতটা কী?

স্বপন : একটা মানুষের ধর্মচর্চা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ থাকতেই পারে। স্বাধীনতার পর থেকেই এই বিষয়টিকে রাজনীতির মূল স্রোত কখনোই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেয়নি। আমাদের দেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধের যে একটা প্রভাব এটা কিন্তু যুগ যুগ ধরে, হাজার বছর ধরে ছিল এবং হাজার বছর ধরে থাকবে। রাজনীতির মতো একটা নিয়ন্ত্রণকারী প্রক্রিয়া এ রকম একটা সর্বব্যাপী মূল্যবোধকে কখনোই, খুব সচেতনভাবে গুরুত্ব দেয়নি। বরঞ্চ ধর্মকে নিয়ে যারা রাষ্ট্র দখল করতে চায়, ধর্মের ওপর ভর করে সরকার তৈরি করতে চায়, দেশ চালাতে চায়, স্বাভাবিকভাবেই তারা সাধারণ মানুষের এই ধর্মপ্রাণ মনমানসিকতা, ধর্মীয় মূল্যবোধকে সবচাইতে বড় অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে। এবং এটা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে যখন কোনো সমস্যা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তখন আপৎকালীন একটি সমাধান তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক কি উপলব্ধিতে পাকিস্তানের মতো রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙে বাংলাদেশ করলাম আমরা, সেদেশে ধর্মীয় মূল্যবোধকে যে আমরা বিসর্জন দিইনি, আমাদের যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের সঙ্গে ধর্মের যে কোনো বিরোধ নেই, ধর্মচর্চার সঙ্গে যে ধর্মান্ধতার কোনো সম্পর্ক নেই, এই বিষয়টিকে কিন্তু পরিষ্কার করার দায়িত্ব মূল রাজনৈতিক স্রোতের। কিন্তু তা তারা কখনোই করেনি। এটা একটা বড় কারণ আমি মনে করি এবং সেটারই ধারাবাহিক প্রতিফলন এখনো কিন্তু চলছে। শুধু রাজনীতি না যারাই বিভিন্ন সেক্টরকে লিড করে, তারা কিন্তু এ বিষয়টাতে এখনও পরিষ্কার ধারণা নিয়ে পথ চলছেন না। একটা গরিব ছেলে, লেখাপড়া করতে পারে না, বিনা পয়সায় তাকে মাদ্রাসায় পাঠানো হচ্ছে, সে যখন মাদ্রাসায় এডুকেশনের ধারাবাহিকতাতে ১৫-২০ বছর পর একটা নেতিবাচক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন তার সম্পর্কে নিন্দাবাচক মন্তব্য ছেড়ে দিচ্ছে। এটা এক ধরনের দায়িত্বহীন সমালোচনা। কিন্তু নেতৃত্ব যারা দিবেন, তারা তা করতে পারেন না। আমাদের দেশে ধর্মপ্রাণ মানুষকে এবং তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধকে সমাজ গড়ার কাজে বরং কীভাবে লাগানো যায় এবং সেটা যখন করা হবে তখন কিন্তু সমাজের ধর্মচর্চার মূল ক্রিয়াশীল একটা প্রবণতাকে নেতিবাচক কাজে লাগাতে পারবে না। বরং সমাজ গড়ার মূল স্রোতের সঙ্গে ধর্মচর্চার বিষয়টিকে কাজে লাগাতে পারবো।

২০০০ : সেই মূলস্রোতে আনার জন্য আপনারা নতুন প্রজন্ম যারা আছেন সরকারি দলে, তারা কি করছেন? আপনারা ইতিবাচক কিছু কি করতে পেরেছেন এখন পর্যন্ত।

স্বপন : আমার মধ্যে এ বিষয়টি কাজ করে, এবং আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে, এ প্রজন্মের মানুষ হিসেবে আমার চিন্তার মধ্যে এ বিষয়টি যে আছে তা অবশ্যই একটি ইতিবাচক দিক। সমস্যা যখন বের হয়েছে, তো সমস্যা মোকাবিলা করতে গিয়ে এ রকম অনিবার্য এজেন্ডাগুলো রাজনীতিতে থাকা দরকার, এটাকে শুধুমাত্র নির্বাচনে ব্যবহার করার জন্য তুরুপের তাস না, এ বাস্তবতাকে কমপাইল করছে বর্তমান নেতৃত্ব। ভবিষ্যৎ নেতৃত্বকে বিষয়গুলোকে এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করা এবং এটাকে রিসলভ করা, এটার ভিত্তিতে সোর্স অব অ্যাকশনটা কি

রকম হওয়া উচিত সেটা কিন্তু ভাবতে, করতে, বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়েছে।

২০০০ : আপনি বলছেন ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার কারণেই সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছে বিষয়টি নতুন নেত্রিত্ব ভাবছে। কিন্তু আমরা দেখলাম নতুন নেত্রিত্বের সময়ই জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোটের মত সংগঠন যারা ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করে, তাদেরকে আপনারা সরকারে সামিল করলেন?

স্বপন : আপনার নিশ্চয় মনে আছে, '৯১ সালে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াত সবাই আলাদাভাবে নির্বাচন করেছে। এবং সে নির্বাচনে বিএনপি সরকার গঠন করে। সে নির্বাচনের পরে বিএনপিকে উৎখাত করার জন্য যে জোট গঠন করা হয়েছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ছিল জামায়াত। এভাবে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে স্বাধীনতা পূর্বকালীন যে বিরোধিতার জায়গাটা ছিল সেটা কিন্তু আওয়ামী লীগই সর্বপ্রথম নাকচ করে দিয়েছিল। তারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলছে, আর নির্বাচন আসলে বলছে, লা ইলাহা ইলল্লাহ, নৌকার মধ্যে বিসমিল্লাহ। এই ক্ষেত্রে বিএনপি খুব স্পষ্টবাদী, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের যে ধর্মীয় মূল্যবোধ আছে সেটাকে স্বীকৃতি দিয়ে, ধর্মের সামাজিক যে একটা গুরুত্ব আছে, সেটা রাজনীতিতে ধারণ করেই সকল ধর্মের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখতে হবে।

২০০০ : আপনার মতে, আওয়ামী লীগ জামায়াতকে রাজনীতির মূলস্রোতে আসার সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু বিএনপি তো জামায়াতকে পুরোপুরি পেট্রোনাইজ করছে।

স্বপন : জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার মতো সকল যোগ্যতাই যদি কোনো রাজনৈতিক শক্তির থাকে, পার্লামেন্টে আমি যদি তার সঙ্গে সরকার নিয়ে, জাতি নিয়ে, দেশ নিয়ে কথা বলতে পারি, সেখানে একমত হওয়ার যেমন অধিকার থাকে তেমনি ভিন্ন মতও থাকে। কারণ মৌলিক শর্ত তারা পূরণ করছে।

২০০০ : বিএনপি যে জামায়াতকে নিয়ে প্রায় ৫ বছর সরকার চালালো। অভিজ্ঞতা কি সুখকর।

স্বপন : এক কথায় আমি মন্তব্য করবো না। তবে এটা কিন্তু ঠিক, জামায়াতের মতো দলের সংসদীয় প্রবণতা আরো অনেক শক্তিশালী হয়েছে। সারা পৃথিবীর বাস্তবতায় ধর্ম বিশেষত ইসলামকে নিয়ে সর্বত্র একটা জঙ্গি রাজনীতির প্রবণতা চলছে। সেই প্রেক্ষিতে জামায়াতকে সংসদীয় কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখা, আমি মনে করি অন্য যেকোনো বৈশিষ্ট্যের চেয়ে এই বৈশিষ্ট্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

২০০০ : জঙ্গিদের মদদদাতা হিসেবে জামায়াতের নাম বিভিন্নভাবে উঠে এসেছে। এর প্রমাণও রয়েছে। জামায়াতকে সরকারে রাখার কারণে এই কালিমাটা তো বিএনপিকেও নিতে হচ্ছে।

স্বপন : জামায়াত জঙ্গিবাদকে মদদ দিচ্ছে এরকম কোনো প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এরকম কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। হ্যাঁ অনেকে বলেছে, তারা এক সময় জামায়াত করতো।

২০০০ : সাপ্তাহিক ২০০০-এ এবার সানির একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। সে জেএমবির সামরিক কমান্ডার। র‍্যাব হেফাজতে থাকা অবস্থায় এই সাক্ষাৎকারে তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, আন্তর্জাতিকভাবে তাদের কাদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে? এর মধ্যে সে কাজী হোসাইন আহম্মদের নাম বলেছে, যিনি জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমির। হামাসের কথাও বলেছে। তো পাকিস্তান জামায়াতের সঙ্গে যার সম্পর্ক রয়েছে, তার বাংলাদেশের জামায়াতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না কেন ?

স্বপন : আমি এটাকে শক্তিশালী কোনো বিষয় মনে করি না। যেহেতু তারা ইসলাম কায়েমের জন্য চেষ্টা করছে, অন্য যেকোনো জায়গায় ইসলামের নামে যারা রাজনীতি করছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে এটা একটি সাধারণ প্রবণতা। কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট নয়।

২০০০ : নিজামীর বক্তব্যে দেখা যায় জঙ্গিদের আড়াল দেয়ার প্রবণতা রয়েছে। এক সময় তিনি বলেছেন, বাংলা ভাই নামে কেউ নেই। সব মিডিয়ার সৃষ্টি। আবার প্রধানমন্ত্রী বললেন, আমরা এতবড় একজন সন্ত্রাসীকে ধরতে পেরেছি এটা আমাদের বিরাট সাফল্য। অন্য কোন দেশ এত বড় সন্ত্রাসীকে ধরতে পারেনি। এর পরদিনই নিজামী বললেন, জঙ্গিরা এ দেশে এত শক্তিশালী না, হলে এত তাড়াতাড়ি তারা নির্মূল হয়ে যেতো না। এই যে আড়াল করার প্রবণতা, এটা কী ইনডিকেট করে?

স্বপন : আমি এটাকে আড়াল করার প্রবণতা বলবো না। জামায়াত একটি ভিন্ন দল, বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তাদের মতো করে মূল্যায়ন করছে। কিন্তু অভিযুক্ত করার জন্য এই বিষয়গুলো আমার কাছে অকাট্য কোনো বিষয় মনে হয় না।

২০০০ : বিএনপির কিছু মন্ত্রী ও এমপির বিরুদ্ধে জেএমবির পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। সানিও মন্ত্রীদের নাম বলেছে। এ ব্যাপারে সরকার এখন পর্যন্ত কোনো তদন্ত করছে বলে আমরা জানি না।

স্বপন : আমি তো সরকারের অংশীদার না। ফলে সরকারের ব্যাপারটা বলতে পারবো না। তবে দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি তার মতো নিশ্চয়ই খোঁজখবর নেবে। তবে আমাদের দেশে অভিযোগ করার বিষয়টা এত বেশি হালকা হয়ে গেছে যে, সব অভিযোগ সব সময় কিন্তু গুরুত্ব পায় না। আর ভোটের যুদ্ধে, ক্ষমতার যুদ্ধে গোটা রাজনীতি এমনভাবে লিপ্ত হয়ে আছে যে, এ কারণে অনেক যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ অনেক সময় গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

২০০০ : সানির আগেও আরো অনেকভাবে অভিযোগটা এসেছে। ওর মুখ থেকে আসার পরে আগের অভিযোগগুলো সমর্থন করছে। এ ব্যাপারে মিডিয়া যা বলেছে, সরকার তাকে প্রপাগান্ডা বলেছে। কিন্তু পরিশেষে দেখা গেছে, মিডিয়ার কথাই সত্য।

স্বপন : মিডিয়ার কথা সব সময় গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু তা গ্রহণ করতে হবে তথ্যের ভিত্তিতে, প্রমাণের ভিত্তিতে। বাংলা ভাই, শায়খ রহমানের ব্যাপারে বিলম্বে হলেও সরকার কিন্তু ব্যবস্থ নিয়েছে। মদদদাতাদের ক্ষেত্রেও তদন্ত শেষ হওয়ার পরে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ না নেওয়ার কোনো কারণ নাই।

২০০০ : গত নির্বাচনে প্রধান ইস্যু ছিল সন্ত্রাস। অনেকের মতে, বিভিন্ন জায়গায় আওয়ামী লীগ যদি গডফাদারদের পৃষ্ঠপোষকতা না করতো তাহলে তাদের এতো ভরাডুবি ঘটতো না। একইভাবে এ নির্বাচনের আগেও দেখছি বিএনপির কিছু নেতাদের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ উঠেছে। আওয়ামী লীগের মতো বিএনপিও বিষয়গুলো হালকা করে দেখছে। এর ফলে জঙ্গিবাদকে পৃষ্ঠপোষকতার দায়টা বিএনপির ঘাড়ে চাপছে কিনা?

স্বপন : আমার মনে হয় যে, যেখানে যেখানে বিষয়টা প্রমাণিত সেখানে কিন্তু সরকারের তৎপরতা বড় হয়ে আসছে। র‍্যাবের মতো একটা বিশেষ বাহিনীর নেতৃত্বে। র‍্যাবকে কিন্তু জনগণ আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক বাহিনী হিসেবে মনে করে না। আওয়ামী লীগ যতই বলুক। এই জিনিসগুলো কিন্তু সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে সরকারের ফোকাসড তৎপরতা হিসেবে আছে। আর মদদদাতা হিসেবে যাদের নাম এসেছে, সেগুলো প্রমাণিত না হওয়ার ফলে এর দায়-দায়িত্ব আমি মনে করি না যে

তারেক রহমান সাহেব তার বিকাশমান জনপ্রিয়তার কারণে ইতিমধ্যেই এক রকম ছায়া শত্রুতার মধ্যে পড়ে গেছেন। তার প্রজ্ঞা যেমন মিত্র তৈরি করেছে, তেমনি সুদূরপ্রসারী শত্রুও তৈরি করেছে। মূলত বিরোধী দল থেকে তাকে আন্ডার মাইন্ড করার জন্য এ ধরনের প্রচারণা চালাচ্ছে

সরকারের ঘাড়ে যাবে।

২০০০ : জেএমবি'র তৎপরতা সর্বপ্রথম বড় করে ফোকাসড হয় বাগমারার ঘটনা দিয়ে। সেখানে তারা সর্বহারা নিধনে নেমেছিল। আমরা যতটুকু জানি, ওই সময় প্রশাসন সর্বহারা দমনে জেএমবিকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন দিয়েছে। একটা নির্বাচিত সরকারের পক্ষে এ ধরনের সমর্থন দেয়াটা কতটুকু যৌক্তিক।

স্বপন : সমর্থন দেয়ার বিষয়টি, এটা একটা বিমূর্ত কথা। আমার কাছে এটার কোনো প্রমাণ নাই, সর্বহারাদের মাধ্যমে যে নিধন চলছে, সেটার যারা ভিকটিম, তারা হয়তো কেউ কেউ এখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ফলে বিষয়টা ওইভাবে এতবড় ধরনের হয়ে আসে নাই। আর প্রশাসন সরাসরি এটা পেট্রোনাইজ করেছে এরকম কোনো প্রমাণ যদি থেকে থাকে অবশ্যই সেটার সমাধান হওয়া উচিত। ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

২০০০ : গত নির্বাচনে ইস্যু ছিল সন্ত্রাস। আগামী নির্বাচনে ইস্যু কি হবে? আপনার কি মনে হয়?

স্বপন : আমি মনে করি একক কোনো ইস্যু থাকবে না। বেশ কিছু বিষয় সামনে আসবে। জনগণের দৈনন্দিন জীবনের বিষয়গুলো সামনে আসবে। দ্রব্যমূল্য, গ্যাস, বিদ্যুৎ, তারপরে সামাজিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দেশের অর্থনীতি অর্থাৎ সামগ্রিক একটা এজেন্ডা হিসেবে সামনে আসবে। কোনো একটা বড় এজেন্ডা থাকবে না। বাংলা ভাই, শায়খ রহমান গ্রেপ্তারের পর, এটা বড় কোনো একটা ইস্যু থাকবে না, যদি আগামী নির্বাচনের আগে সরকার থেকে আর বড় কোনো ভুল ত্রুটি না থাকে।

২০০০ : দ্রব্যমূল্য একটা বড় ইস্যু হবে আগামী নির্বাচনে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে গত সরকারের চেয়ে বর্তমান সরকার ব্যর্থ।

স্বপন : এটা অবশ্যই সত্য কথা দ্রব্যমূল্যের একটা উর্ধ্বগতি আছে। আবার এটাও সত্য কথা যে পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি হলে ১৯৭৪-এর মতো প্রতিক্রিয়া হবে, এত মূল্যবৃদ্ধির পরেও কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়া হয়নি। এর কারণ কি? এটা কি সরকারের প্রতি জনগণের দয়া-দাক্ষিণ্য? এর কারণ হচ্ছে এই দ্রব্যমূল্যকে অ্যাবজর্ব করতে পারে সেরকম একটা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টও কিন্তু আছে।

২০০০ : বাজার অর্থনীতি কারণে দ্রব্যমূল্য বাড়তেই পারে। কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে, মজুদদারি করে কৃত্রিমভাবে সংকট সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। সরকার মনিটরিং করতে পারছে না বলে এই মূল্যবৃদ্ধি অসহনীয় পর্যায়ে গেছে।

স্বপন : অব্যবস্থাপনার কারণে কিছুটা সমস্যা হয়েছে এটা অস্বীকার করা যাবে না।

২০০০ : দ্রব্যমূল্যের পাশাপাশি বিদ্যুৎ, গ্যাস এইগুলিও ইস্যু হতে পারে। সরকারের শেষ পর্যায়ে এসে সমস্যাগুলো আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। এর কারণ কি? নাকি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব?

স্বপন : আমার মতে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাবটা একটা বড় কারণ। এসব সমস্যাগুলো তো একদিনে তৈরি হয়নি, যা রাতারাতি সমাধান করা যায় না। তাই একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থাকলে এসব হতো না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিষয়গুলো নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং তিনি বাকি যে সময়টুকু আছেন, সে সময়টার মধ্যে এগুলোর সমাধানের ব্যাপারে হাত দিয়েছেন।

২০০০ : আজকেই একটা পত্রিকায় লেখা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর অধীনে যে ৬টি মন্ত্রণালয় আছে, সেগুলোই সরকারকে ডুবাচ্ছে।

স্বপন : এটা পরিপূর্ণ সত্য নয়। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনেক ব্যস্ত থাকেন। তার পক্ষে অধীনস্থ মন্ত্রণালয়গুলোকে সার্বক্ষনিক মনিটর করা সম্ভব হয় না। আবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যস্ততার কারণে এ মন্ত্রণালয়গুলোতে সিদ্ধান্ত গ্রহনে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়।

২০০০ : আগামী নির্বাচনে বিএনপি কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে?

স্বপন : আমি এখন দপ্তর সম্পাদক নই। সে কারণে আমি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত নই। তবে আগামী ২৫/৩০ বছর দল কিভাবে চলবে সেরকম একটি পরিকল্পনা নিয়েই গত নির্বাচন করা হয়েছে। এগুলো তো আর বার বার পরিবর্তন করা দরকার হয় না।

২০০০ : আপনি যেহেতু বিএনপির তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, সেহেতু আমরা জানতেই চাই- সরকারগুলো সব সময় মিডিয়াকে তার প্রতিপক্ষ মনে করে। এই প্রবণতাটা কেন?

স্বপন : আমি মনে করি, এটা একটা সুস্থ প্রবণতা। একদিক থেকে এটা ভালো। মিডিয়া ওয়াচ ডগের দায়িত্ব পালন করছে এবং এটাই তার কাজ। আর ওয়াচ ডগের দায়িত্ব পালন করার কারণে সরকারকে বিব্রত থাকতে হয়। ফলে বিব্রত সম্পর্কটাই বের হয়ে আসে। মিডিয়ার কাছ থেকে সরকার যে অনেক কিছু গ্রহণ করে সেটাও সত্য। যদিও সব সময় তা স্বীকার করে না। তবে রাজনীতি মূল্যবোধহীন মানুষের কাছে চলে গেলে সেটা যেমন দুশ্চিন্তার কারণ, তেমনি প্রচারমাধ্যম যখন দায়িত্বহীন মালিক বা সাংবাদিকদের হাতিয়ার হিসেবে দেখা দেয়, সেটাও দুশ্চিন্তার কারণ। আমাদের দেশে মিডিয়ার গুরুত্ব বেড়েছে, সে অনুযায়ী দায়িত্ববোধ বাড়েনি।

২০০০ : মিডিয়ার দায়িত্ববোধ কীভাবে বাড়বে? আপনাদের সরকার অনেকগুলো টিভি চ্যানেলের অনুমোদন দিয়েছে। সবগুলোই বিএনপির শীর্ষ নেতাদের দেয়া হয়েছে। পেশাদার লোকদের এড়িয়ে রাজনীতিকদের দেয়া হয়েছে। অপেশাদারদের কাছ থেকে দায়িত্ববোধ আশা করেন কী করে?

স্বপন : যারা চেয়েছে সবাইকেই তো দেয়া হয়েছে।

২০০০ : বিষয়টি মনে হয় সে রকম নয়। প্রথম আলো, ডেইলি স্টার এবং সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মিডিয়া ওয়ার্ল্ডও লাইসেন্স চেয়েছিল। তাদের মতো আরও কয়েকটি পেশাদার গ্রুপকে লাইসেন্স দেয়া হয়নি।

স্বপন : মিডয়ার ব্যবসায় গায়ের জোরে টিকে থাকা যাবে না। যাদের পারফরমেন্স ভালো, তারাই টিকে থাকবে।

২০০০ : আপনার নির্বাচনী এলাকার পরিস্থিতি কেমন? আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ তার সময়ে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। আপনি সে রকম করতে পারেননি শোনা যায়।

স্বপন : সমাজে যাদের কথা বলার শক্তি আছে, আমার গ্রহণযোগ্যতা তাদের মধ্যে নয়। খুব সাধারণ মানুষের মধ্যে আমার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। আমি টাকা বা অস্ত্র দিয়ে রাজনীতি করি না। সে সামর্থ্য আমার নেই। আমি শুধু একটি উদাহরণ দেব, ঢাকা-বরিশাল সড়কে যে স্থান থেকে আমার নির্বাচনী এলাকা শুরু হয়েছে এবং যে পয়েন্টে শেষ হয়েছে, এর মধ্যে ১৮টি রাস্তা আছে। এর একটি তিনি করেছেন, যেটি তার বাড়ির রাস্তা। বাকি ১৭টি আমি করেছি। এলাকার মানুষই বলবে, আমি উন্নয়ন করেছি কি করিনি।

২০০০ : আপনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে টেন্ডারবাজির অভিযোগ উঠেছে।

স্বপন : আমার ভাই ঠিকাদারি করে এবং আমার এলাকায় এই একটা মাত্র কাজ আমি তাকে দিয়েছিলাম, যাতে কাজটি ভালো হয়, চুরি না হয়। কারণ এটি আমার গ্রামের রাস্তা। শুধু আমার ভাই হওয়ার কারণেই সমালোচনা করে আমাকে বিব্রত করা হলো। আমার সারা জীবন দিয়ে সেই পরিমাণ মূল্যবোধ আমি অর্জন করেছি, যা দিয়ে এমন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ২০ হাজার ভোটে জয়ী হওয়া যায়। আমার এই মূল্যবোধ যেহেতু রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করা যাবে না, তাই আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নানা কথা বলা হচ্ছে। আর কয়েক দিন পরে দেখবেন হয়তো আমার ব্যক্তি চরিত্র নিয়েও কথাবার্তা বলা হবে। আমি এটা বলতে পারি, আমার ক্ষমতার আগুন কাউকে স্পর্শ করেনি। ব্যক্তিগতভাবে যাদের অনেক দূর যেতে হবে, তাদের কোনো ব্যাপারে কৃত্রিম না হওয়াই ভালো।

২০০০ : বিএনপির আগামীর নেতা তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে আপনি পরিচিত। তার নেতৃত্বে ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি অনেক স্মার্টলি কাজ করেছে। কিন্তু সরকার গঠনের পর তিনিসহ হাওয়া ভবনের বিরুদ্ধে নানা রকম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বলা হয়, দেশের বড় বড় কাজ হাওয়া ভবনের ইঙ্গিত ছাড়া হয় না।

স্বপন : তারেক রহমান সাহেব তার বিকাশমান জনপ্রিয়তার কারণে ইতিমধ্যেই এক রকম ছায়া শত্রুতার মধ্যে পড়ে গেছেন। তার প্রজ্ঞা যেমন মিত্র তৈরি করেছে, তেমনি সুদূরপ্রসারী শত্রুও তৈরি করেছে। মূলত বিরোধী দল থেকে তাকে আন্ডার মাইন্ড করার জন্য এ ধরনের প্রচারণা চালাচ্ছে। তবে এসবের মোকাবেলা করার সাহস এবং যোগ্যতা তার আছে।